যুগান্তর

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

সংশোধন হচ্ছে কারিকুলাম পাঠ্যবই ও পরীক্ষা পদ্ধতি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম-সিলেবাসে বড় ধরনের পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসছে। আলাদা চারটি সাব-কমিটি এ চারটি বিষয় নিয়ে কাজ করবে। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষার মানোন্নয়নে পরামর্শক কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এখন আমরা সব মিলিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির বড় ধরনের সংস্কার করব। এর মূল উদ্দেশ্য হল ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় যেন চাপ বোধ

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

সংশোধন হচ্ছে কারিকুলাম পাঠ্যবই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

না করে। সহজে প্রস্তুতি নিতে পারে। সেজন্য পাঠ্যপুস্তক, পড়ালেখা ও পরীক্ষাও সেই রকম হবে। সেটা অনেক সহজ ও সাবলীলভাবে ছেলেমেয়েদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে। আশা করি সেটা সহজে সবাই গ্রহণ করবেন।'

বেশ অনেকদিন ধরেই শিক্ষাবিদরা বলে আসছিলেন বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বেশিরভাগ পাঠ্যবই কঠিন এবং বয়স উপযোগী নয়। অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল এক সভায় বলেছিলেন, মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বই তিনিও বোঝেন না। এমন পরিস্থিতিতে সরকার পাঠ্যবই সহজ ও শিশুতোষ এবং বয়সোপযোগী করে রচনা করতে চায়। সূত্র জানায়, রোববারের সভায়ও এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পাঠ্যবই ও পড়ানোর পদ্ধতি সহজ করা প্রয়োজন। বই সহজ করার স্বার্থে আগে কারিকুলামও সংশোধন করা দরকার। অপরদিকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষা নেয়া দরকার। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে একটি স্টান্ডার্ড মানদণ্ডও দরকার। এসব দিক নিয়েই আমরা এখন কাজ করব।

তিনি বলেন, আমরা কারিকুলাম আরও যুগোপযোগী করতে চাই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যদি কোনো অসঙ্গতি থেকে থাকে তবে সেগুলো সমন্বয় করেই কারিকুলাম তৈরি করা হবে। যার ভিত্তিতে একটা সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পাঠ্যপুস্তক তৈরি হবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে সক্ষম হব। তিনি আরও বলেন, আমরা পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ করতে চাই। স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নিতে এবং ছেলেমেয়েরা যাতে সহজে পরীক্ষা দিতে পারে, একই সঙ্গে তাদের মূল্যায়ন করা যায়। যাতে ছেলেমেয়েরা চাপ অনুভব না করে। শিক্ষকদের পরামর্শে অনেক কাজ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তন করতে পারব।'

সভা সূত্র জানায়, অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল পাঠ্যপুস্তক সহজীকরণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে কারিকুলাম, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার দায়িত্ব এখন পর্যন্ত বণ্টন হয়নি। ২০১৮ সালের পাঠ্যবই সংশোধিত কারিকুলামে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এসব কাজ চূড়ান্ত করার আগে কক্সবাজারে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনজুর আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইনসহ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।